গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্মারক নং: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.১১৩.১৯/২৯০৩/৫ তারিখ : ০৮/০৪/১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৬/০৭/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল।
সূত্র: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্রের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭০.৭৭.০০১.১৮.১৭, তারিখ: ১০-০২-২০১৯খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলাধীন ফসিয়ার রহমান মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মো: রবিউল ইসলাম এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কলেজটির সহকারী অধ্যাপক জনাব সেখ রুহুল কুদ্দুস এবং সহকারী অধ্যাপক জনাব সুধাংশু কুমার মন্ডল মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করেন।

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কলেজের অধ্যক্ষ মো: রবিউল ইসলাম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সরেজমিনে তদন্ত করা হয়। ১৫টি অভিযোগের মধ্যে অভিযোগ নং- ৩, ৭, ১০, ১২ এবং ১৩ অভিযোগের ব্যাপারে অনিয়মের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়।

**অভিযোগ ও পর্যবেক্ষণ নং-০১:** উম্মে হাবিবা একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ ২০১৪-১৫ এর বৃত্তি প্রদানের বিষয় পরিপত্র মোতাবেক বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত তালিকায় তার নাম ছিল না, তাঁর বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছে। বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রী অধ্যক্ষের আপন ভাইয়ের মেয়ে। বিষয়টি স্বজনপ্রীতির শামিল।

**অভিযোগ ও পর্যবেক্ষণ নং-০৩:** প্রতিষ্ঠাতার নির্দেশে জনাব জি এম সবুরকে সদস্য করা হয়েছে ও ০৩/২০১২ নং অধিবেশনের ১৪/১১/২০১২খ্রি. তারিখের সভায় দাতা সদস্য করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে, প্রতিষ্ঠাতা ৫০০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা তাঁর নিজস্ব তহবিল হতে প্রদান করেন, কারণ ফসিয়ার রহমান ট্রাস্ট এর স্বত্তাধীকারীদের লিখিত বক্তব্যে ট্রাস্ট হতে এ টাকা নেয়া হয়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পুস্তক লাইব্রেরিতে জমা হয়নি বা অনুদান হিসেবে কলেজ ফান্ডে নগদ অর্থ জমা হয়নি বিধায় জি এম সবুরের দাতা সদস্য করা বিধি সম্মত হয়নি। সদস্য জি এম সবুর সাহেব অনুদান হিসেবে কোন অর্থ প্রদান করেননি।

**অভিযোগ ও পর্যবেক্ষণ নং-০৭:** জনাব রবিউল ইসলাম অতিথি শিক্ষক, ইংরেজি এর তিন মাসের বেতন বাবদ ৯০০০(নয় হাজার) টাকা ১৯/৭/২০১৮খ্রি. তারিখে উত্তোলন করা হয় যা তদন্তকালীন প্রদান করা হয়নি। অবশিষ্ট অর্থ নগদ ক্যাশ হিসেবে অধ্যক্ষের নিকট হস্তগত থাকা আর্থিক বিধিপরিপন্থী।

**অভিযোগ ও পর্যবেক্ষণ নং-১০:** হাজিরা খাতায় অধ্যক্ষের নিয়মিত স্বাক্ষর নাই।

**অভিযোগ ও পর্যবেক্ষণ নং-১২:** বই ক্রয়ের জন্য ০২/২০১৫ নং সভায় ৫ সদস্যের ক্রয় কমিটি গঠন করা হয়, অভিযোগকারী জনাব সুধাংসু মন্ডলও এই কমিটির সদস্য ছিলেন। ৩০/০৫/২০১৮খ্রি. তারিখে এসআইবি ৬৩৫৭৭০৬ নং চেক এর মাধ্যমে আহবায়ককে ২৫০০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকার চেক প্রদান করা হয়। তৎকালীন অধ্যক্ষ বই ক্রয়ের কোন ভাউচার উত্থাপন করতে পারেননি এবং বই ক্রয়ের আহবায়ক বর্তমান গভর্ণিংবডির সদস্যও নন। বই ক্রয়ের জন্য আহবায়ককে অর্থ প্রদান করা ও দীর্ঘ ৮ মাস প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ হাতে রাখা আর্থিক বিধির পরিপন্থী।

**অভিযোগ ও পর্যবেক্ষণ নং-১৩:** জিপিএ ৫ পাওয়া ছাত্রীর জন্য অনুদান ও তার পোষাক বাবদ উত্তোলনকৃত ১৭৬৪/-টাকা এ ছাত্রী ভর্তি না হওয়ায় তাকে ফেরৎ দেয়া সম্ভব হয়নি এবং টাকা ক্যাশিয়ারের কাছে জমা আছে, অধ্যক্ষের এমন বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়, উক্ত টাকা জেনারেল ফান্ডে জমা না দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে রাখা আর্থিক বিধির পরিপন্থী।

এমতাবস্থায়, জনবল কাঠামো-২০১৮ এর ১৮.১(খ) ধারা মোতাবেক কেন আপনার বেতন ভাতা স্থগিত করা হবে না তার জবাব পত্র প্রাপ্তির ৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে দাখিল করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব প্রেরণ না করলে আপনার কোন মতামত নেই বলে বিবেচিত হবে।

২৬.০৭.১৯

(ফারহানা আক্তার)
সহকারী পরিচালক (কলেজ-৩)
ফোন নং ৯৫৫৬০৫৭
ই-মেইল: ncollege@dshe.gov.bd

জনাব মো: রবিউল ইসলাম
অধ্যক্ষ
ফসিয়ার রহমান মহিলা কলেজ, পাইকগাছা, খুলনা।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। সভাপতি, পরিচালনা পরিষদ, ফসিয়ার রহমান মহিলা কলেজ, পাইকগাছা, খুলনা।
২। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা।
৩। জেলা শিক্ষা শিক্ষা অফিসার, খুলনা।
৪। জনাব সেখ রুহুল কুদ্দুস/জনাব সুধাংশু কুমার, ফসিয়ার রহমান মহিলা কলেজ, পাইকগাছা, খুলনা।
৫। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
৬। সংরক্ষণ নথি।